সাইকেল কাণ্ডের অভিযোগে পদ হারালেন কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজুল ইসলামকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অনিয়ম ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সাংগঠনিক কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি কোটচাঁদপুর উপজেলায় এডিবির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বিতরণ করা সরকারি বাইসাইকেলের মধ্যে একটি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর নামে বরাদ্দকৃত সাইকেল জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেই গ্রহণ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম। পরে সেটি তিনি তাঁর নাতিকে উপহার দেন বলে অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ওই শিক্ষার্থীকে সাইকেলটি না দিয়ে মাওলানা তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সেটি গ্রহণ করেন এবং পরে নিজের মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি বক্তব্য পরিবর্তন করে বলেন, তাঁর ছেলে বেকার ও আর্থিক সংকটে থাকায় সাইকেলটি তাঁর নাতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে সাইকেলটি ফেরত নেওয়া হয়েছে। এটি প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পুনরায় বিতরণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ বিতরণে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলমান রয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় উপজেলা আমিরকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জেলা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল নেতারা জানান, সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নীতিমালা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

তবে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া মাওলানা তাজুল ইসলাম বলেন, “শুনেছি আমাকে সাময়িকভাবে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড করা উচিত হয়নি। মানুষ মাত্রই ভুল করে, আমারও ভুল হয়েছে।” তবে পদ হারালেও তিনি দলীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবেন বলে জানান।

নিজের লিঙ্গ কর্তন করলেন মহেশপুরের এক যুবক

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ৮ নম্বর বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের রুলি গ্রামে মাদক সেবনের পর এক যুবক নিজের লিঙ্গ নিজেই কর্তন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল আনুমানিক ১০টা ২০ মিনিটে নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহত যুবক মো. সালাউদ্দিন (২২) একই গ্রামের সন্তোশ মন্ডলের ছেলে। স্থানীয়

সূত্রে জানা যায়, তাদের আদি বাড়ি একই উপজেলার চাপাতলা গ্রামে। পরে তার বাবা ঘরজামাই হিসেবে গাড়াপোতায় বসবাস করতেন।

দীর্ঘদিন মাদকাসক্তির কারণে সালাউদ্দিনকে অন্য এলাকা থেকে চলে আসতে হয়। এরপর তিনি ও তার মাসহ রুলি গ্রামে ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনার দিনও তিনি মাদক সেবনের পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজের লিঙ্গ নিজেই কর্তন করেন। তবে এ দাবির সত্যতা এখনো প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি।

রুলি গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় সালাউদ্দিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও ঘটনাটি সত্য বলে তিনি জানান।

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য নাসির হোসেন বলেন, স্থানীয় ভাবে বিষয়টি জেনেছি এবং খোঁজ নিয়ে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হয়েছি। তবে এর প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বিষয়টির প্রকৃত কারণ যাচাই করে আইনগতভাবে প্রয়োজনীয ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগীয় কীটনাশক ব্যবসায়ী সম্মেলন ও বনভোজন

কীটনাশকের সুষম ব্যবহার ও বন্টনে ব্যবসায়ীদের করণীয় বিষয় নিয়ে ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগীয় কীটনাশক ব্যবসায়ী সম্মেলন ও বার্ষিক

বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালে শহরের জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্কে এ সম্মেলনের আয়োজন করে গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেড। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ হাসান’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার, ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. কামরুজ্জামান, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মিঠু চন্দ্র অধিকারী, মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা, হরিণাকুন্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর, কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেডের পরিচালক মোক্তার হোসেন। সমাবেশে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোরসহ ৮ টি জেলার কীটনাশক ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তারা, ফসলে কীটনাশকের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবসায়ীদের করণীয় নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদাণ করেন।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

“স্বাস্থ্য আপনার মূল্যবান সম্পদ” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে শহরের পৌর ইকো পার্ক (দেবদারু চত্বর) থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়। নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমীর সিনিয়র সদস্য এ কে এম নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, কৃষকদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমীর পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন একাডেমীর সদস্য শাহানুর আলম। আলোচনা সভার আগে পৌর ইকো পার্কের নবগঙ্গা নদীর পাড়ে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করে অতিথিবৃন্দ।

‘স্বাস্থ্য আপনার মুল্যবান সম্পদ’ এই শ্লোগানে ১ বছর আগে পৌর ইকোপার্কের নবগঙ্গা নদীর পাড়ে শুরু হয় এই একাডেমীর যাত্রা। শুরুতে ২/৩ জন সদস্য থাকলেও এখন তা দাড়িয়েছে দেড় শতাধিকে। প্রতিদিন ভোরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এখানে শরীরচর্চায় অংশ নিয়ে সুস্থ জীবন গঠনে ভূমিকা রাখছেন।

একজনের বরাদ্দের সাইকেল অন্যকে দিয়ে ফেঁসে গেলেন জামায়াত নেতা!

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এডিপির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দের মালামাল বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

সরকারি বরাদ্দে কেনা এসব বাইসাইকেল, ছাগল, স্প্রে মেশিন, সেলাই মেশিন, ফুটবল ও হুইল চেয়ার বিএনপি ও জামায়াত নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এরই মধ্যে উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এক মাদ্রাসা ছাত্রের নামে বরাদ্দকৃত বাইসাইকেল নিজে স্বাক্ষর করে তুলে নেন এবং তা নিজের নাতিকে উপহার দেন।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠলে, স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশে অবশেষে বুধবার দুপুরে বাইসাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন ওই জামায়াত নেতা।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সাইমুন ইসলামের নামে একটি বাইসাইকেল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র সাইমুনকে সেই সাইকেল না দিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতের আমির তাজুল ইসলাম নিজেই মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করে সাইকেলটি তুলে বাড়ি নিয়ে যান। পরবর্তীতে সাইকেলটি তিনি তাঁর মেয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্র সাইমুন ইসলাম জানায়, তার নামে বরাদ্দ হওয়া সাইকেলটি প্রথমে তাকে দেওয়া হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে বুধবার তড়িঘড়ি করে সাইকেলটি তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শুধু জামায়াত আমিরই নন, বিএনপি নেতারাও বরাদ্দকৃত সাইকেল, সেলাই মেশিন ও স্প্রে মেশিন নিজেদের স্বজনদের মাঝে বণ্টন করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত নেতা তাজুল ইসলাম প্রথমে দাবি করেন, সাইকেলটি তাঁর প্রতিবেশী এক ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। তবে পরক্ষণেই বক্তব্য বদলে তিনি বলেন, তাঁর ছেলে বেকার এবং আর্থিক সংকটে থাকায় সাইকেলটি তাঁর পুতনি মারিয়াকে দেওয়া হয়েছিল। একই সাথে তিনি স্বীকার করেন, বরাদ্দকৃত এসব মালামাল জামায়াত ও বিএনপি নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

সরকারি মালামাল দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ভাগাভাগি ও অনিয়মের এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল।

তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন মাধ্যমে যা শোনা যাচ্ছে, এমন ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং একটি খারাপ নজির সৃষ্টি করবে।

তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, “সরকারি বরাদ্দ যদি দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে এভাবে ভাগাভাগি হয়ে থাকে, তবে প্রশাসনের উচিত দ্রুত তদন্ত করে এর পেছনে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তাজুল ইসলামের এই কর্মকান্ডে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষক ও জামায়াত সমর্থক শের আলীও। তিনি বলেন, “মাওলানা তাজুল ইসলাম মোটেও কোনো দরিদ্র মানুষ নন। তিনি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন, শহরে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে এবং সন্তানরাও ভালো চাকরি করেন। একজন দায়িত্বশীল মানুষের এমন সরকারি বরাদ্দের বাইসাইকেল জালিয়াতি করে নেওয়া কোনোভাবেই ঠিক হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠলে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মতিয়ার রহমানের নজরে আসে। পরবর্তীতে তাঁরই নির্দেশে বুধবার দুপুরে সাইকেলটি উপজেলা নির্বাহী অফিসে ফেরত আনা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, “সাইকেল বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছিল। পরে স্থানীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে সাইকেলটি ফেরত আনা হয়েছে এবং এটি নতুন করে প্রকৃত উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাইসাইকেল ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ (যেমন: সেলাই মেশিন, ছাগল, স্প্রে মেশিন ইত্যাদি) বিতরণে আর কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে সুষ্ঠু তদন্ত চালানো হচ্ছে।

ঝিনাইদহে জমজমাট ফল উৎসব

দেশীয় ফলের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা ও ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফল উৎসব।

বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) সকালে শহরের কলাবাগান এলাকার ঝিনাইদহ ল্যাবরেটরি স্কুলে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালক

ইসাহাক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবক বাবলু খাঁন, হাসান আসকারি, ঝিনাইদহ ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক লিজা ফেরদৌস।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা এ উৎসবে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, খেজুর, ডেউয়া, লটকন, কলাসহ ২৮ প্রজাতির দেশীয় ফল প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিটি ফলের নাম, পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা তুলে ধরা হয় শিক্ষার্থীদের সামনে। আয়োজকদের আশা, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেশীয় ফলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। সেই সাথে গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস।

ঝিনাইদহে র্যালি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহে র্যালি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১ জুলাই) ঝিনাইদহস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (ডুসাজ) এর আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

দিবসের শুরুতে ঢাবির সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনে সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় তারা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেন।

এ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (ডুসাজ) এর সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাব্বত হোসেন টিপু, সাধারণ সম্পাদক (অবঃ) শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ুব হোসেন রানা, সাবেক ঢাবিয়ান হাসানুজ্জামান, মাসুদুল আলম, রিগান, আব্দুল লতিফ, শরীফুল ইসলাম, প্রফেসর খুরশীদ আলম মল্লিকসহ অন্যান্যরা।

ঝিনাইদহে তিন ফসলী জমিতে অটোরাইস মিল নির্মাণ বন্ধের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে আবাসিক এলাকা ও ৩ ফসলী জমিতে অটোরাইস মিল নির্মাণ বন্ধের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের মহাসড়কের পাশে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই এলাকার কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর, শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ওই গ্রামের সোহরাব হোসেন,আবু তালেব মোল্লা, জামাল হোসেন, সাইফুল মন্ডল, মাহবুব মোল্লাসহ স্থানীয়রা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, মহাসড়কের পাশে ৩ ফসলী জমিতে ইউনুস আলী নামের এক ব্যবসায়ী অটোরাইস মিল নির্মাণ করছে। তাদের দাবি, মিলটি নির্মিত হলে পরিবেশ দূষণ, কৃষিজমির ক্ষতি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। তাই দ্রুত ওই স্থানে অটোরাইস মিল নির্মাণ বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

মহেশপুরে হাটের খাজনা আদায়ে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ইজারা নেওয়ার সরকারি হাট থেকে খাজনা আদায়ে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলন করেছে হাটের ইজারাদার আতিকুর রহমান লেন্টু।

মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে ইজারাদার লেন্টু অভিযোগ করেন, মহেশপুর উপজেলার গৌরিনাথপুর ও আদমপুর হাট সরকারি টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ইজারা পান তিনি।

এখন খাজনা আদায় করতে গেলে স্থানীয় প্রভাবশালী ইসমাইল হোসেন, সোহাগ সরকার ও ফারুক হোসেন বাঁধা দিচ্ছে। সেই সাথে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছ থেকে তারা টাকা আদায় করছে।

ইজারাদার লেন্টু আরও অভিযোগ করেন, হাটে আমার মনোনীত ব্যক্তি খাজনা আদায় করতে গেলে মারধর করা হচ্ছে। কিছু বললে উল্টো হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এই নিয়ে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালকের বরাবর অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। সঠিকভাবে সরকারি ভাবে পাওয়া হাটের ইজারা আদায়ের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিস্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সোহাগ সরকার বলেন, আমরা টাকা আদায় করছি না। হাটের আড়তদাররা কমিশন নিচ্ছে।

শৈলকুপায় প্রতিপক্ষের হামলায়

আহত ভ্যানচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া গ্রামে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কোন্দলের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতর আহত ভ্যানচালক একেন আলী মোল্লা (৫৮) মারা গেছেন।

সোমবার রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর থেকে ঢাকা নেওয়ার পথে মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয়। নিহত একেন আলী মোল্লা বগুড়া গ্রামের আদালত মোল্লার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপার বগুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর আওয়াল এবং সাধারণ সম্পাদক জামির হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। গত বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সাধারণ সম্পাদক জামির হোসেনের সমর্থক এনা শেখকে ইয়াবাসহ আটক করে পুলিশ। জামিরের পক্ষের লোকজনের ধারণা ছিল, সভাপতি আব্দুর আওয়ালের সমর্থক মতিয়ার রহমানই পুলিশকে তথ্য দিয়ে এনাকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

এই ঘটনার জের ধরে ওইদিনই জামিরের লোকজন মতিয়ারের ওপর হামলা চালায়। পরবর্তীতে এর কাউন্টার হিসেবে আওয়ালের সমর্থকরা পাল্টা জামির হোসেনের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। উভয় পক্ষের এই উত্তেজনা রূপ নেয় বড় সংঘর্ষে। গত শনিবার (২৭ জুন) সকালে জামির হোসেনের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আব্দুর আওয়ালের লোকজনের বাড়িঘরে অতর্কিত হামলা চালায়।

হামলায় অন্তত ৫টি বাড়িঘর ভাঙচুরসহ ভ্যানচালক একেন আলী মোল্লাকে ধারালো অস্ত্রর দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে সোমবার তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। তবে ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই সোমবার মধ্যরাতে তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন জানান, সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের আটকে পুলিশি অভিযান চলছে। তিনি বলেন, একেন আলী

মোল্লা আহত হওয়ার পর যে মামলাটি করা হয়েছিল সেটা হত্যা মামলায় রুপান্তরিত করা হবে।